আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৭ এপ্রিল ২০১৮ তেরো

সর্বোচ্চ ৩১.০°
সর্বনিম্ন ২১.৬°
জলপাইগুড়ি

বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৮৫ শতাংশ

মঙ্গলবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ , বৃষ্টির সম্ভাবনা

আমার পাড়া

এখন থাকে না হাতি, নামেই পিলখানা

জমির পাট্টা পাননি নদীর পাড়ের বাসিন্দারা

ইংরেজ আমলের পিলখানা রয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। পিলখানা আজ ইতিহাসের পাতায় চলে গেলেও তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে গোটা কলোনি। ওয়ার্ড ঘুরে দেখল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সৌরভ দেব ● জলপাইগুড়ি

১৬ এপ্রিল ঃ ইংরেজ আমলে সরকারি আমলাদের যাতায়াতের জন্য বরাদ্দ ছিল হাতি। সেই সময় উত্তরবঙ্গের বিভাগীয় শহর জলপাইগুড়ির প্রশাসনিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। রাস্তাঘাট তেমন না থাকায় জঙ্গল, নদী পেরিয়ে গাড়ি ছুটতে সমস্যা হত। যেকারণে সরকারি আমলারা পদাধিকার বলে বেশিরভাগ সময়ে হাতিতে যাতায়াত করতেন। জানা যায়, ইংরেজদের সময় সরকারি দপ্তরে খেদা বলে একটা বিভাগ ছিল। যেখানে কর্মীদের কাজ ছিল জঙ্গল থেকে বুনো হাতি ধরে নিয়ে এসে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারি কাজে লাগানো। অপরদিকে, সরকারের পাশাপাশি সেইসময় জমিদার, জোতদাররাও বাড়িতে হাতি রাখতেন। এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়া বা গ্রামে গ্রামে ঘুরে খাজনা সংগ্রহ সমস্তটাই হত হাতির পিঠে চেপে। ইংরেজ আমলে সরকারি হাতিগুলো রাখার জায়গা অর্থাৎ পিলখানা ছিল বর্তমান পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বছর পঁচানব্বইয়ের রবি আউয়াল মহম্মদ বলেন, 'আমার মামার বাড়ির লোকেরা সরকারি হাতির মাহুত ছিলেন। বংশপরম্পরায় তাঁরা সরকারি কর্মী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।' তিনি জানিয়েছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারের অধীনে ২২ টি হাতি ছিল। পুলিশ, জেলা প্রশাসন সহ সমস্ত বিভাগের আলাদা আলাদা হাতি থাকত। দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে হাতিদের সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হত প্যারেড গ্রাউন্ডে। পরবর্তীতে এক এক করে হাতি মারা যায়। শেষ অবধি রাজ্য পুলিশের একটি বড়ো দাঁতওয়ালা হাতি ছিল বহুদিন। ১৯৬৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় সেটিও মারা যায়। এরপর থেকে হাতিশূন্য হয়ে যায় জলপাইগুড়ির পিলখানা। আজ হাতি না থাকলেও তাদের থাকার জায়গাটা রয়ে গিয়েছে। কংক্রিটের ঢালাই করা জায়গাতে আজও হাতিদের বেঁধে রাখার লোহার হুকের দেখা মেলে। ভগ্ন স্তূপের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতিদের খাদ্য মজুত রাখার সেই আমলের ভাঁড়ারঘরটি।

এক নজরে ৯ নম্বর

কাউন্সিলার ঃ প্রমোদ মণ্ডল, সিপিএম

ভোটার সংখ্যা ঃ প্রায় ৩৫০০

এলাকা ঃ পিলখানা কলোনি, সুভাষ উন্নয়নপল্লি, টিকিয়াপাড়া, কিংসাহেবের ঘাট, রেসকোর্সপাড়া, পুলিশ লাইনের একাংশ

জলপাইগুড়ি পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একদম শেষ প্রান্তে। পিলখানা কলোনি, সুভাষ উন্নয়নপল্লি, টিকিয়াপাড়া, কিংসাহেবের ঘাট, রেসকোর্সপাড়া, পুলিশ লাইনের একটা অংশ নিয়ে এই ওয়ার্ডটি গঠিত। ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার ৫০০। ২০১৫ সালের পুর নির্বাচনে ওয়ার্ডটি সিপিএমের দখলে যায়। কাউন্সিলার নির্বাচিত হন প্রমোদ মণ্ডল। একাধারে ওয়ার্ডের বেশ কিছু উন্নয়ন হলেও একাধিক সমস্যা রয়ে গিয়েছে। কিংসাহেবের ঘাট থেকে সন্তোষী মন্দির পর্যন্ত করলার বাঁধের দু-পাশে প্রায় চার শতাধিক বাড়ি রয়েছে। পাট্টা না থাকায় সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এই এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দা তরণি রায় বলেন, 'আমরা প্রায় ২০ বছর ধরে নদীর পাড়ে বসবাস করছি। কিন্তু এখনও জমির নিঃশর্ত দলিল পাইনি। নিজস্ব জমি না থাকার কারণে সরকারি প্রকল্পে ঘর পাচ্ছি না।' এর পাশাপাশি ওয়ার্ডে জলনিকাশি সমস্যা রয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় নতুন করে নিকাশিনালা তৈরি হলেও জল বের হওয়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষার সময় জল জমে। ওয়ার্ডের বেশ কিছু জায়গায় পানীয় জলের সমস্যার কথাও তুলে ধরেছেন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ টুলটুল বলেন, 'পানীয় জল মিললেও অনেক সমস্যা রয়েছে। পুরসভা আম্রুত প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। কিন্তু আমাদের এলাকায় কোনো রিজার্ভার তৈরি হয়নি। আমরা জানতে পেরেছি, ৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে আম্রুত প্রকল্পের জল এলাকায় আসবে। কিন্তু রিজার্ভার না থাকলে ভবিষ্যতে পানীয় জল আসবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।' পিলখানা কলোনির বাসিন্দা চন্দন রায় বলেন, 'আমাদের এলাকায় পানীয় জল নেই। জল আনতে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে যেতে হয়। আমরা চাই, দ্রুত এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হোক।' ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রমোদ মণ্ডল বলেন, 'জমির পাট্টার একটা সমস্যা রয়েছে এলাকায়। আমরা ইতিমধ্যে ওয়ার্ডের বেশকিছু বাসিন্দাদের নিঃশর্ত দলিল দিয়েছি। পাশাপাশি হাউজিং ফর অল প্রকল্পে ১২০ জনকে ঘর দেওয়া হয়েছে। আরও ১০০ জনকে ঘর দেওয়ার অনুমোদন মিলেছে। ম্যাস্টিকের রাস্তা করা হয়েছে। তবে এখনও কিছু রাস্তা এবং নিকাশিনালা তৈরির কাজ বাকি হয়েছে। ধীরে ধীরে সমস্ত কাজ করা হবে।'

পানীয় জলের জন্য পাত্র রেখে দীর্ঘ অপেক্ষায় ওয়ার্ডবাসী। (বামদিকে) নদীর পাড়ে বসবাস করছেন বহুদিন। কিন্তু মেলেনি জমির পাট্টা। ছবি ঃ সমীর

কন্যাসন্তানের জন্ম হওয়ায় স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ

জলপাইগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ কন্যাসন্তানের জন্ম হওয়ায় স্ত্রীকে মারধর করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে। ঘটনায় অভিযুক্ত মৃণাল সরকারকে আটক করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

বছরখানেক আগে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাঙ্গা সাহেব বাড়ি এলাকার বাসিন্দা মৌয়ের সঙ্গে মোহিতনগরের কায়েতপাড়ার বাসিন্দা মৃণালের বিয়ে হয়। মৌয়ের পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই মৃণাল তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতেন। ৪ দিন আগে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন মৌ। সোমবার মৌয়ের সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করতে যান মৃণাল । কেন কন্যাসন্তান হয়েছে, তা জিজ্ঞেস করে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে আসা অন্যান্য রোগীর আত্মীয়স্বজনদের সামনেই মৌকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। মারের কারণে মৌয়ের মুখ কেটে গিয়েছে বলে দাবি তাঁর পরিবারের। এই ঘটনার পরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে। অন্যান্য রোগীর আত্মীয়রাই বিষয়টি কোতোয়ালি থানায় জানান।

যদিও স্ত্রীকে মারধর করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মৃণাল। তার বক্তব্য, কন্যাসন্তান হয়েছে বলে কোনো আক্ষেপ নেই। সন্তানের জন্মের পর থেকে তিনি প্রতিদিন হাসপাতালে গিয়েছেন। এদিনও তিনি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। হাসপাতালে তিনতলায় দাঁড়িয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেইসময় স্ত্রী জানান, ছুটি হওয়ার পরে তিনি সন্তানকে নিয়ে বাবার বাড়ি যাবেন। সেটা নিয়েই মতবিরোধ হয়েছিল । হঠাৎ করেই স্ত্রী সামনে এগিয়ে আসায় হাসপাতালের গ্রিলে ধাক্কা লেগে মুখ কেটে যায়। কিন্তু স্ত্রীর গায়ে হাত দেননি বলে দাবি করেছেন মৃণাল। কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার জানিয়েছেন, মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে একটি ঘটনায় মৃণাল সরকার নামে একজনকে আটক করে নিয়ে আসা হয়েছে। লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

সাফাই অভিযানে বাড়তি গুরুত্ব

মালবাজার, ১৬ এপ্রিল ঃ গরম পড়তেই মাল শহরজুড়ে বাড়ছে মশার উপদ্রব। যে কারণে মশার উপদ্রব রোধে এবং শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সাফাই অভিযানে বাড়তি গুরুত্ব দিল মাল পুরসভা। পুর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, শহরজুড়ে সাফাই অভিযান শুরু করা হচ্ছে। মাল পুরসভার বিরোধী দলনেতা সুপ্রতিম সরকার বলেন, 'সাফাই অভিযান শুরু করার জন্য আমরা পুর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলাম। গ্রীষ্মকালের শুরুতেই শহরে মশা, মাছির উপদ্রব বাড়ছে। ফলে পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ে আতঙ্কিত শহরবাসী।' মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা বলেন, 'মাল শহরে গতবছর মশা বা পতঙ্গবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়নি। তবুও আমরা বিষয়টিকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে সাফাই অভিযান শুরু করছি। মশা দমনে বিভিন্ন এলাকাতে ফগিং করা হচ্ছে।আশা করছি, চলতি বছরেও মশা, মাছির উপদ্রব দেখা যাবে না। এদিকে, পুরসভার পাশাপাশি পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে জনসচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে বেসরকারি কয়েকটি সংস্থাও। এমনই একটি সংস্থার কর্ণধার ডাঃ সুব্রতকুমার চন্দ বলেন, 'পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে জনমত গড়তে আমরা প্রচার করছি।'

বাসের চাকায় পিষ্ট

মালবাজার, ১৬ এপ্রিল ঃ স্কুলবাসের তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল খালাসির। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মাল শহরের উদীচী কমিউনিটি হলের সামনে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃত খালাসির নাম গণেশ সাবাড় (২৬)। বাড়ি সোনগাছি চা বাগানের মাল লাইনে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মাল শহরের উদীচী কমিউনিটি হল লাগোয়া মাঠে বেশ কয়েকটি স্কুলবাস রাখা থাকে। মূলত চা বাগানের পড়ুয়ারা বাসে করে মাল শহরের বিভিন্ন স্কুলে যাতায়াত করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মেটেলি ব্লকের সোনগাছি চা বাগানের পড়ুয়াদের নিয়ে একটি বাস এদিন দুপুরে বাগানের দিকে রওনা দেয়। মাঠ থেকে জাতীয় সড়কে উঠে বাঁক নিতেই গাড়ির খালাসি গণেশ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কে পড়ে যান। ওই বাসেরই পিছনের চাকার তলায় তাঁর মাথা থেঁতলে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

সংশোধনী সোমবার ১৩ পাতায় 'সাজানো ওয়ার্ডের দুয়োরানি স্টেশন বাজার' প্রতিবেদনে বাবু কলোনির বদলে বাবুপাড়া পড়তে হবে। এছাড়া ৮ নম্বর ওয়ার্ডের চার্চটি এলাকাবাসী নয়, কর্তৃপক্ষই সংস্কার করেছেন। দিনবাজারটিও এই ওয়ার্ডে অবস্থিত নয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

চিকিৎসককে আনতে গেল অ্যাম্বুলেন্স, রোগীকে সময়মতো স্থানান্তর না করায় মৃত্যু

পরিবারের অভিযোগে কাঠগড়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

জলপাইগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ ওয়ার্ড মাস্টারের গাফিলতি এবং অ্যাম্বুলেন্স পরিসেবা না থাকায় রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠল। সোমবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। ঘটনার পর হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখান রোগীর আত্মীয়-পরিজনরা। যদিও ঘটনায় কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

রবিবার বিকেলে পেটে এবং বুকে ব্যথা নিয়ে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি হন মঞ্জু ঝা (৪৫)। চিকিৎসাও চলছিল ভালোমতো। চিকিৎসকরা নিয়মিত রোগীকে নজরেও রেখেছিলেন। চিকিৎসকের পরামর্শমতো সোমবার সকালে এক্সরে, আলট্রাসোনোগ্রাফি এবং বিভিন্ন রক্তপরীক্ষা করানো হয়। কিন্তু বেলা বাড়তেই মঞ্জুদেবীর শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। চিকিৎসক জানিয়ে দেন, মঞ্জুদেবীকে সিসিইউতে ভরতি করাতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে সিসিইউতে নিয়ে যাওয়ার তৎপরতা শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেলা হাসপাতালে সিসিইউতে ভরতির ব্যবস্থাও করেন তাঁরা। কিন্তু সুপার স্পেশালিটি থেকে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যেতে নিয়মের বেড়াজালে আটকে পড়ে মঞ্জুদেবীর পরিবার। হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী, এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যাবে হাসপাতালের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স। মঞ্জুদেবীর স্বামী শম্ভুকুমার ঝা বলেন, 'বেলা একটা নাগাদ চিকিৎসক আমাদের জানিয়ে দেন স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা ভালো নয়, তাঁকে সিসিইউতে ভরতি করাতে হবে। এই অবস্থায় আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেলা হাসপাতালের সিসিইউতে ভরতির ব্যবস্থা করি। কিন্তু স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানিয়ে দেন, অ্যাম্বুলেন্স ডাক্তারবাবুকে আনতে গিয়েছে। ফিরে আসার পর সিসিইউতে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হবে। এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে যায়। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স না আসায় আমরা বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সে করে স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে ওয়ার্ড মাস্টারকে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি আমাদের কথার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে মোবাইলে ফেসবুক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রায় দু-ঘণ্টা বাদে অ্যাম্বুলেন্স এলে স্ত্রীকে জেলা হাসপাতালের সিসিইউতে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর রোগীকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।' মৃতার পরিবারের তরফে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

পুলিশের কাছে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন মৃতার স্বামী। -সংবাদচিত্র

শম্ভুবাবু আক্ষেপ করে বলেন, আজ যথাসময়ে স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে সিসিইউতে ভরতি করাতে পারলে এই ঘটনা ঘটত না। স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ওয়ার্ড মাস্টারকে দায়ী করেছেন শম্ভুবাবু। এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে লিখিত অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। জলপাইগুড়ি হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার সুশান্ত রায় বলেন, 'বেলা তিনটে নাগাদ আমার কাছে খবর আসে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের এক রোগীকে সিসিইউতে ভরতি করা অত্যন্ত জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সিসিইউতে রোগীকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি। আমাদের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স পরিসেবা দিয়ে রোগীকে নিয়ে আসার পরই তাঁর মৃত্যু হয়। রোগীর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। আমরা পরিসেবার কোনো ত্রুটি রাখিনি। দু-ঘণ্টা অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে এই অভিযোগ ঠিক নয়। অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

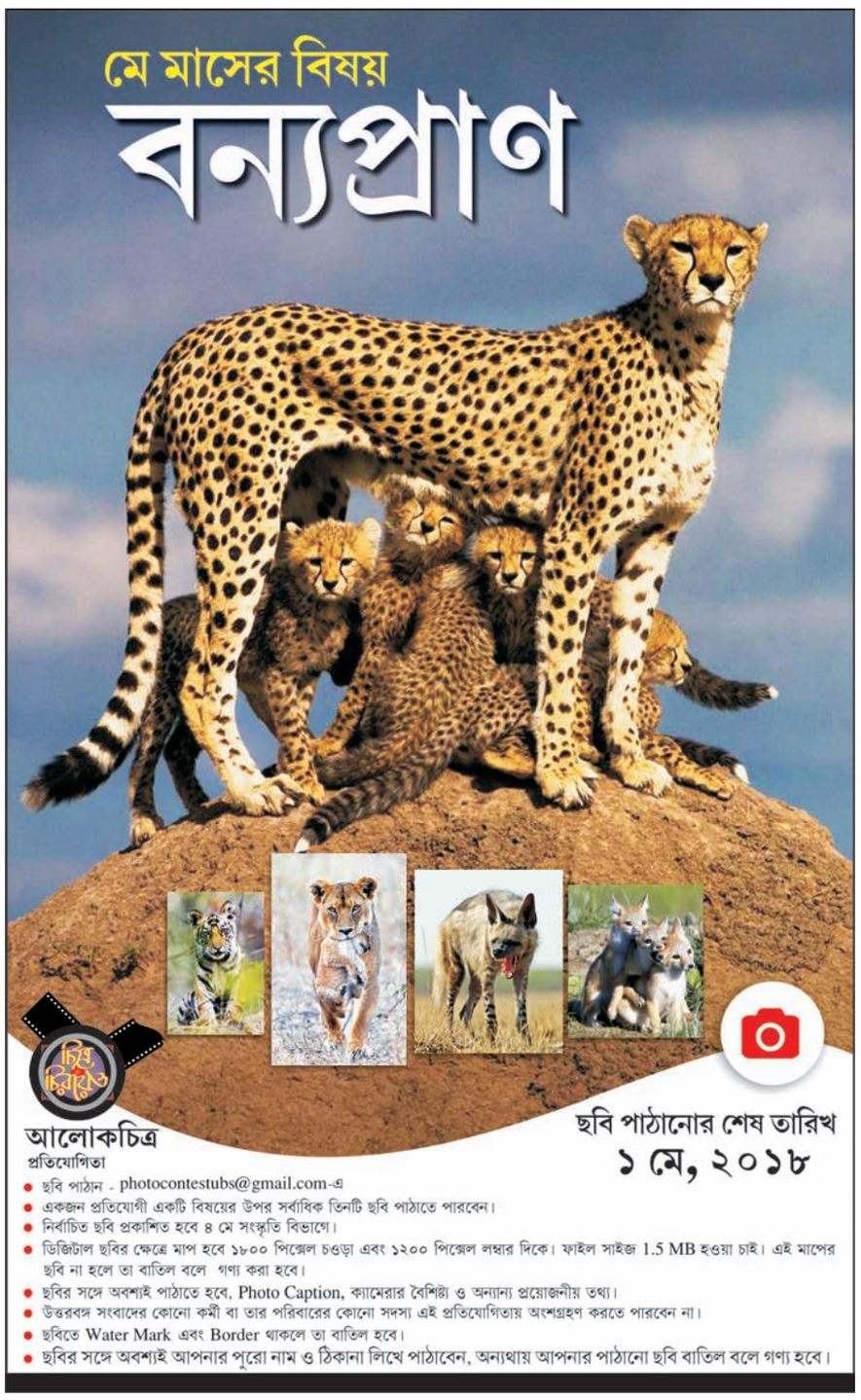

রামকৃষ্ণ মিশনে শিক্ষক সম্মেলন

জলপাইগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তাহব্যাপী বাৎসরিক অনুষ্ঠান শুরু হল সোমবার। এদিন মিশনের তরফে শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যতম প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেলুড় বিদ্যামন্দিরের প্রিন্সিপাল শাস্ত্রজ্ঞ মহারাজ। তিনি বলেন, 'সংকটের সময় শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ছাত্রদের বাধা দূর করতে পারে শিক্ষক সমাজ। এই মতকে মাথায় রাখতে হবে শিক্ষক সমাজকে।' অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, স্বামী বলাভদ্রানন্দ মহারাজ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী শিব প্রেমানন্দ মহারাজ সাতদিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

জেলায় প্রথম 'রূপশ্রী'-র টাকা পাচ্ছে ধূপগুড়ির ১৪ তরুণী

ধূপগুড়ি, ১৬ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথম রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা পেতে চলেছেন ধূপগুড়ি পুর এলাকার ১৪ জন তরুণী। এই ১৪ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের টাকা দেওয়ার জন্য সোমবার জলপাইগুড়ি ট্রেজারিতে বিল জমা করে দেওয়া হয়েছে সদর মহকুমাশাসকের পক্ষ থেকে। জলপাইগুড়ি সদরের মহকুমাশাসক রঞ্জনকুমার দাস জানিয়েছেন, ধূপগুড়ি পুরসভা থেকে ১৬টি আবেদনপত্র জমা পড়লেও দুজন আবেদনকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সামান্য সমস্যা থাকায় প্রথম কিস্তিতে এই মহকুমা থেকে ১৪ জনের অ্যাকাউন্টে 'রূপশ্রী' প্রকল্পের টাকা দেওয়া হচ্ছে। বাকি দুজনের বিষয়েও পুরসভার সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বাৎসরিক দেড় লক্ষ টাকার কম পারিবারিক আয়সম্পন্ন বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিয়ের খরচ জোগানোর জন্য ১ এপ্রিল থেকে এই 'রূপশ্রী' প্রকল্প চালু হয়েছে রাজ্যে। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটের আচরণবিধির কারণে প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের টাকা ছাড়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। ফলে প্রথমদিকে আবেদন করতে এসেও ফর্ম না পেয়ে ফিরে যেতে হয় কয়েকজনকে। এরপর রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পুরসভা এলাকাগুলিতে ভোট না থাকায় সেখানকার আবেদনকারীদের আবেদনপত্র নিয়ে টাকা ছেড়ে দেওয়া হবে এবং পঞ্চায়েত এলাকাগুলির ক্ষেত্রে আবেদন জমা নেওয়া যাবে কিন্তু ভোট না মেটা পর্যন্ত টাকা ছাড়া যাবে না। এরপর চলতি মাসের ৩ তারিখ থেকে প্রকল্পের ফর্ম দেওয়া শুরু হয়। জানা গিয়েছে, হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে আসন্ন বৈশাখ মাসে মোট ৮ দিন রয়েছে বিয়ের জন্য। পঞ্জিকা অনুযায়ী নতুন বাংলা বছরে প্রথম বিয়ের তারিখটি ৫ বৈশাখ অর্থাৎ ইংরেজির ১৯ এপ্রিল। এরপর মে মাসে ১২ তারিখ পর্যন্ত আরও ৭টি দিন রয়েছে বিয়ের জন্য। এ কারণে আবেদনকারী তরুণীদের অ্যাকাউন্টে টাকা ছাড়ার কাজ শুরু করে দেওয়া হল।

ধূপগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন ভারতী বর্মন বলেন, 'পুর এলাকার ১৪ জন এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য আমরা আনন্দিত। ইতিমধ্যেই সমস্ত কাউন্সিলার এবং পুরবন্ধুদের এই প্রকল্পের ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে দিয়েছি আমরা। প্রতিটি এলাকায় বিবাহযোগ্যা মেয়েরা যাতে সরকারি এই প্রকল্পের সুবিধা পায় তার দিকেও নজর দিতে বলেছি।'